R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-৯৬৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মূল্যে
সিমেন্টের জন্য
যোগাযোগ করুন
পঃ বঃ সরকার অনুমোদিত ডিলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৫শ বর্ষ
৩৬শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১০ই মাঘ বুধবার, ১৩৮৫ সাল।
২৪শে জানুয়ারী, ১৯৭৯ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

বন্যায় ধান হয়নি, ব্যাঙ্ক তবু সেচকর অনাদায়ে নারাজ

অরঙ্গাবাদ, ২৪ জানুয়ারী—সুতী ১নং ব্লকের বংশবাটী অঞ্চলের হিলোড়া গ্রামে গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের আহিরণ শাখার সহায়তায় একটি রিভার পাম্প বসানো হয় ১৯৭৭ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসে। ফেব্রুয়ারী মাস থেকে নদী জলোত্তোলন প্রকল্পে সেচের জল দেওয়া শুরু হয়। ১৭০ বিঘা জমি এই প্রকল্পের আওতায় আসে। চাষীরা বছরে তিনটি ফসল উৎপাদনে উৎসাহিত হন। আয়-ব্যয়ের দায়িত্ব ন্যস্ত হয় বংশবাটী উত্তরপাড়া কৃষি উন্নয়ন সমিতির উপর। ১৫ হাজার টাকা সরকারী অনুদান ও ৬০ হাজার টাকার বিনিময়ে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে পাম্প লীজ নিয়ে হিলোড়ার চাষীরা চাষাবাদ শুরু করেন। ঠিক হয়, জলসেচের জন্য চাষীদের বিঘা প্রতি ১৪০ টাকা সেচকর দিতে হবে। চাষীরা তাতেই সম্মত হন। এক বছর ভালোভাবেই চলে। গোল বাধে ১৯৭৮ সালে। ওই বছর বিধ্বংসী বন্যায় চাষীদের ফসল বিনষ্ট হয়। কাজেই চাষীদের পক্ষে সেচকর দেওয়া সম্ভব নয় বলে ব্যাঙ্ককে জানানো হয়। কিন্তু ব্যাঙ্ক সেচকর অনাদায়ে নারাজ। তাঁরা কোন কথা শুনতে চান না—সেচকর তাঁদের চাই-ই। শুধু তাই নয়, সেচকর ছাড়াও বাড়ী তৈরীর ঋণ বাবদ গৃহীত অর্থের বাৎসরিক কিস্তি না দিলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে চাষীদের জানিয়ে দেওয়া হয়। চাষীরাও সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, রিভার পাম্প তুলে নেওয়া হোক—তাঁদের পক্ষে ১৯৭৮ সালের সেচকর আদায় দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ এক ছটাক ফসল তাঁরা ঘরে তুলতে পারেননি। চাষীদের

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রেলে রিজারভেশন নিয়ে হয়রানি

রঘুনাথগঞ্জ, ২৪ জানুয়ারী—জঙ্গিপুর রোড রেল ষ্টেশন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ইদানীং নানারকম দুর্নীতির অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। তার মধ্যে রেলে রিজারভেশন নিয়ে যাত্রী হয়রানি একটি। অভিযোগে প্রকাশ, কিছু কিছু প্রণামীর বিনিময়ে এই ষ্টেশন দিয়ে প্রতিদিন বহু যাত্রী যাতায়াত করে থাকেন। বুক না করেও পণ্যসামগ্রী অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার প্রথাও নাকি এখানে চালু আছে। মাল বুক করার সময়ও নাকি প্রণামী প্রথা চালু আছে। প্রণামী না দিলে মালের ওজন নাকি কাগজে-কলমে কমে যায়। এভাবে বছর বছর রেলের যে বিপুল পরিমাণ অর্থ লোকসান হচ্ছে, তা ঢুকছে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের পকেটে।

রেলে রিজারভেশন নিয়েও চলে নানারকম দুর্নীতি। ফোনে জানতে চাইলে রিজারভেশন কোটা নাই বলে ষ্টেশন থেকে জানানো হয়। অনেক

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ওষুধ পাচারের দায়ে গ্রামসেবক গ্রেপ্তার

রঘুনাথগঞ্জ, ২০ জানুয়ারী—জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতাল থেকে ওষুধ পাচারের অভিযোগে সাগরদীঘি ব্লকের মিরজা আবদুল গফুর নামে একজন গ্রামসেবককে গতকাল এখানে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এস ডি এম ওর অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এক ফাইল ক্লোরোমাইসিন, এক ফাইল টেরামাইসিন ক্যাপসুল ও কয়েকটি পলিথিনের ব্যাগসমেত সি পি এম কর্মীদের হাতে ওই গ্রামসেবক পাকড়াও হন। পরে তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশের কাছে তিনি নাকি স্বীকার করেন যে, হাসপাতালের ষ্টোর কীপার ওষুধগুলি পাচারের জন্য তাঁকে দেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে তিনি অবশ্য এই স্বীকারোক্তির কথা অস্বীকার করেন। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা যেতে পারে, ১৯৭৫ সালের

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ছাত্র ভর্তির সমস্যা

ফরাক্কা ব্যারেজ, ২২ জানুয়ারী—ফরাক্কা ব্যারেজ প্রোজেক্ট এইচ এস স্কুলে ছাত্র ভর্তির সমস্যা দেখা দিয়েছে। পঞ্চম, ষষ্ঠ, অষ্টম ও একাদশ শ্রেণীতে এই সমস্যা প্রকট। ফলে কর্তৃপক্ষ পড়েছেন সমস্যায়, অভিভাবকরা বিপদে। কাউনসিলের নির্দেশে একাদশ শ্রেণীতে পঞ্চ'শোর্দ্ধ ছাত্র ভর্তি নিষেধ। কাজেই ওই শ্রেণীতে আর ভর্তি নেওয়া হচ্ছে না। অন্যান্য শ্রেণীতে স্থান সংকুলানের অভাবে ভর্তি

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কেরোসিনের আকাল

নিজস্ব সংবাদদাতা : তালুকা কেরোসিন ডিপোর (টি কে ডি) খপ্পরে পড়ে জঙ্গিপুর মহকুমায় সর্বত্র কেরোসিন তেলের আকাল দেখা দিয়েছে। জানা গিয়েছে, এই আকাল কৃত্রিম। সঙ্কট সৃষ্টি করে বার বার মহকুমাকে বিপদে ফেলা হচ্ছে। কালোবাজার থেকে চার পাঁচ টাকা লিটার দরে তেল কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে জনসাধারণকে। বহু লেখালেখি করেও মহকুমাকে টি কে ডির খপ্পর

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পাট্টা : তদন্ত দাবি

মিরজাপুর, ২৪ জানুয়ারী—রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের মিরজাপুর, বিজয়পুর, ধলো, খোজারপাড়া, আরাডাঙ্গা, কাঞ্চনপুর প্রভৃতি গ্রাম থেকে পাট্টা বিলি নিয়ে দুর্নীতির তদন্ত দাবি করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। প্রকাশ, পূর্বতন সরকারের আমলে এই সমস্ত এলাকার যে সমস্ত ভূমিহীনকে বসতবাটী ও জমির পাট্টা

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সাহায্য নিয়ে দলবাজি

অরঙ্গাবাদ, ২৪ জানুয়ারী—পঞ্চায়েত নির্বাচনে সুতীর রাতুরী গ্রামে ক্ষমতাসীন বামফ্রন্টের একটি শরীক দল জয়লাভ করার ফলে গ্রামে দলের সমর্থকরা যাবতীয় সরকারী সাহায্য পাচ্ছেন। অন্য দলের হয়ে যাঁরা ভোটে খেটেছিলেন, সরাসরি তাঁদের সাহায্য দিতে অস্বীকার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও নাকি কোন ফল হয়নি বলে জানানো হয়েছে। দলবাজির ফলে ক্ষমতাসীন ওই দলের ধনবান সমর্থকরাও ত্রাণ এবং খয়রাতি সাহায্য পাচ্ছেন বলেও অভিযোগ।

কাগজে প্রকাশের ফল

অরঙ্গাবাদ, ২৪ জানুয়ারী—জঙ্গিপুর সংবাদে সুতী ১নং ব্লকের হিলোড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দুরবস্থার সংবাদ প্রকাশের ফলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। জানা গিয়েছে, স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি সংস্কারের জন্য ৮০ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং টেণ্ডার ডাকা হয়েছে। এই টাকায় সংস্কার ছাড়াও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চারদিক ঘেরা হবে। প্রয়োজনীয় ওষুধ এসে পৌঁচেছে, চিকিৎসক শিগ্‌গির আসছেন। কাজ শেষ হলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সমস্ত বিভাগ খুলে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১০ই মাঘ, বুধবার, ১৩৮৫।

প্রজাতন্ত্র দিবস

আগামী পরশু ২৬শে জানুয়ারী। ভারতের ত্রিংশত্তম প্রজাতন্ত্র দিবস। প্রাক-স্বাধীনতা কালে এই দিনটি স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালিত হইত। স্বাধীনতা উত্তরকালে ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস হওয়ায় জাতীয় সরকার এই দিনটিকে অন্যভাবে এবং খুব সঙ্গতভাবে স্মরণীয় রাখার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতকে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ভারতীয় সংবিধানে জনগণের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও নাগরিক কর্ত্তব্যের স্বীকৃতি দেওয়া হইল। শাসনকার্যে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ মানিয়া লওয়া হইল। এই দিনটিতে আসমুদ্রহিমাচল ভারতবাসী বুঝিল, জনগণের জন্য জনগণের দ্বারা গঠিত জনগণের সরকার। একদিকে তাহাদের দেওয়া হইল জনগণের জন্য জনকল্যাণমূলক সরকার গঠনের অধিকার অন্যদিকে তেমনি আসিয়া পড়িল তাহাদের উপর দেশ তথা জাতি গঠনের এক গুরুদায়িত্ব। 'গণ'-দেবতার এই যে পূজা, এই যে স্বীকৃতি, বোধ করি, সারা পৃথিবীতে অনন্য হইয়া আছে। এই মহতী প্রেরণা শুধু রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে পর্যবসিত নয়, পরন্তু ইহা দেশবাসীকে ভারতাত্ম হইবার এক উদাত্ত আহ্বান। ইহা হইতে না পারিলে শাসন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ শুষ্ক ও নিরর্থক। জাতীয় মেরুদণ্ড দৃঢ় করিয়া জাতীয় চরিত্র গঠনে ভারতাত্ম হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন।

করণীয় সবই করা হইতেছে এবং হইবেও। কিন্তু আমরা মনেপ্রাণে কতটুকু ভারতাত্ম হইতে পারিয়াছি? স্বাধীনতা প্রাপ্তির তিনটি দশক পার হইল, ইহার মধ্যে আমরা সে পথে কতটুকু অগ্রসর হইতে পারিলাম? জাতীয় সরকারের অংশীদার আমরা, অথচ জাতীয়তা বিরোধী কথা জাতীয় সরকারের নীতি বিরোধী কতই না কাজ করিয়া চলিতেছি। কাঞ্চন-কৌলীন্যে আপন দাপট সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়া নানা জঘন্য কাজে প্রবৃত্ত হইতে বিবেকের দংশন অনুভব করি না। খাদ্য-ঔষধে মানুষকে পঙ্গু করিবার, এমন কি হত্যা করিবারও নানা কৌশল উদ্ভাবন করিতেছি। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে থাকিয়া দেশের স্বার্থের পরিপন্থী ও সরকার বিরোধী কাজে পশ্চাৎপদ হই না তৃতীয় রিপুর তাড়নায়। রাজনীতির খাতিরে মানবিক নীতিকে গলা টিপিয়া হত্যা করিতেছি। সরকারের গঠনমূলক কাজের প্রচেষ্টাকে হীন চক্রান্তে বানচাল করিতে সদা চেষ্টিত। এই মনোবৃত্তি এক আত্মদৈন্যের ফল। এই রাহুমুক্তি অবশ্য প্রয়োজন। এই আত্মসমীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে আত্মপ্রচারণা বাদ দিয়া জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষিত করিবার জন্য প্রজাতান্ত্রিক দিবসে নূতন সংকল্প গ্রহণ করিতে হইবে। একদিকে থাকিবে কল্যাণের স্বপ্ন দেখা, অন্যদিকে রহিবে সে স্বপ্ন স্বার্থক করিবার কর্মোদ্যোগ।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

জনমত পদদলিত

আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে আমরা জঙ্গিপুর পারের কৃষক পল্লীর ১০/১২ খানি গ্রামের ১৫/১৬ হাজার চাষী একত্রে মিলিত হইয়া একটি চাষী ঐক্য সমিতি গঠন করিয়া ফসলের শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছি; তাহা সবার গোচরীভূত হইয়াছে। কিন্তু আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিলাম যে, ১নং ব্লকের এল আর কমিটির পদলোভী সদস্যগণ পূর্বতন কংগ্রেসী সরকারের যে রূপ সেই রূপকে বাস্তবায়িত করিবার জন্য বর্তমান ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট সরকারের দলভুক্ত নেতাগণ অর্থাৎ এল আর কমিটির সি পি এম সদস্যগণ একেবারে গণতান্ত্রিক অধিকার বানচাল করিবার পরিপ্রেক্ষিতে যাহারা ফসলের শত্রু এবং সমাজের শত্রু বেপরোয়া লুঠেরা দুর্ধর্ষ রক্তশোষক—সেই গোয়ালাদিগকেই আমাদের ফিরিয়া পাওয়া পঃ বঃ সরকারের সরকারী খাস জমিগুলি বিলি-বন্টনের পক্ষপাতী হইয়াছেন। গত ২২-১২-৭৮ তারিখে এল আর কমিটিতে ঐ গোয়ালাদিগকেই জমি দিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছেন। এহেন অবস্থার মোকাবিলার জন্য ও আপনার অবগতি এবং এই তল্লাটের সমস্ত জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি যে, জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকায় আমাদের চাষী ঐক্যের প্রতি পদলোভী সদস্যগণের সংকারীভাবে প্রচারিত সবুজ বিপ্লবের সাধারণ চাষীদিগের প্রতি আমলাতন্ত্রিগণের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার সুযোগ ও চাষী ঐক্য সমিতির সাধারণ চাষীর আন্দোলন যাহাতে জোরদার হয় ও আমলাতন্ত্রিগণের হাত হইতে তাঁহাদের জনমতকে উপেক্ষাভরে পদদলিত করার স্পর্ধা ভাঙিয়া যায় তাহার সুব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ জানাইতেছি। চাষী ঐক্য জিন্দাবাদ। —বিনয় মণ্ডল ও কালীচরণ মণ্ডল, ধনপতনগর (জঙ্গিপুর)।

পুরাতনী

নেতাজী-পঞ্জী

দাদাঠাকুর

খ্রীষ্টাব্দ আঠার শত সাতানব্বই-এর
তেইশে জানুয়ারীর দিবা দ্বিপ্রহরে
একটা বাজিয়া ঠিক তেইশ মিনিটে,
কটকে জানকীনাথ জনকের গৃহে
প্রসবিলা জাতকেরে মাতা প্রভাবতী।
উনবিংশ শত দুই খ্রীষ্টাব্দে কটকে,
প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ইউরোপীয় ইস্কুলে সুভাষ
শুভক্ষণে বিদ্যারম্ভ করেন তাঁহার।
সপ্তবর্ষ পড়ি সেথা, র‍্যাভেন্সা কলেজে,
ইস্কুল বিভাগে ভর্ত্তি হইলেন পরে।
উনিশ শো তের অব্দে ম্যাট্রিকুলেশনে
লভিলা দ্বিতীয় স্থান বিশ্ববিদ্যালয়ে,
উনিশ শো চৌদ্দে এই নবীন সাধক
পর্য্যটিলা শুদ্ধমনে—গয়া, বারাণসী,
প্রয়াগ, লছমনঝোলা, তীর্থ হৃষীকেশ
হরিদ্বার, বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি
জ্ঞানদাতা উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে।
না পাইয়া মনোমত গুরুর দর্শন,
প্রেসিডেন্সী কলেজেই পাঠ কৈলা সুরু।
উনিশ শো পনরতে প্রথম বিভাগে
আই. এ. পাশ করি, বি. এ. পাঠ
আরম্ভিলা।
উনিশ শো ষোল অব্দে **ওটেন** নামক
গোরা প্রফেসার—চির বাঙালী নিন্দুকে
উত্তম মধ্যম দিয়া সম্বর্দ্ধনা করি,
বহিষ্কার (রাষ্টিকেশন) পুরস্কার লাভ
হলো তাঁর।
বহুক্লেশে অবশেষে স্কটিশ চার্চ্চেতে
বি. এ. পড়িবার পথ মুক্ত হলো তাঁর।
উনিশ শো উনিশেতে বি. এ. পাশ করি,
মনোবিজ্ঞানেতে এম এ. পাঠ
আরম্ভিলা।
সিভিল সার্ভিস পাশ করাবার তরে
উৎসুক জনক তাঁরে বিলাত পাঠা'তে।
এ হেন সুবুদ্ধিচন্দ্র (?) নিরীহ নন্দনে
লণ্ডন পাঠাতে হ'লে জামিন কে হবে!
সরকারের পরিচিত মান্য গণ্য লোক
জামিন না হ'লে যেতে দিবে না
সরকার।
শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র মহাশয়
উচ্চপদে অধিষ্ঠিত, নাম-করা লোক—
অখ্যাত ব্যক্তির মাঝে উজ্জ্বল
প্রতিভা—
দৃষ্টিমাত্র বুঝিবার শক্তি ছিল তাঁর।
দৃষ্টান্ত তাহার এক প্রত্যক্ষ রয়েছে—
যখন **রবীন্দ্রনাথ**—অখ্যাত লেখক,
তখন যোগেন্দ্র তাঁর কতিপয় গীতি
রবিচ্ছায়া নামে নিজে করেন প্রকাশ।
যে রবির রশ্মি পরে হইয়া প্রখর
ব্যাপ্ত হলো উজলিয়া সমস্ত জগতে।
শ্রীজানকীনাথ বসু—সুভাষের পিতা
বাহির করিলা খুঁজে এই বন্ধুটিরে—
যেমতি গৃহস্থ খোঁজে ভগ্ন সূর্পখানি
গৃহস্থিত ভস্মরাশি নিক্ষেপের তরে।
বসুজার কথা শুনি মিত্রজা মশায়
বলিলেন—'গ্যারাণ্টার' হব আমি
তার—
গুণমুগ্ধ আমি তার পেটেন ঠোকনে!
তাড়াতাড়ি পাশপোর্ট করিয়া বাহির
হঠাৎ বিলাত যাত্রা করেন সুভাষ,
মনে মনে প্রণমিয়া পিতৃবন্ধুটিরে।
জাহাজ হইতে পত্র লিখিলেন পরে
নিবেদিয়া কৃতজ্ঞতা যোগেন্দ্র-চরণে।
মোটে আট মাস প'ড়ি **সিভিল সার্ভিসে**
লভিলা চতুর্থ স্থান; রচনা বিষয়ে—
ইংরাজীতে সকলের উচ্চে পেয়ে স্থান।
কেমব্রিজ হইতে বি এ. অনার্স লভিয়া
পরবর্ষে ডিগ্রীলাভ করিল দর্শনে।
উনিশ শো একুশেতে ভারতে ফিরিয়া
সিভিল সার্ভিস পদ করিলেন ত্যাগ—
অরুচি হইলে লোক ঘৃণায় যেমতি
'থু থু' ক'রে ফেলে দেয় মুখ-নিষ্ঠীবন!
ইংলণ্ডের যুবরাজ আসবে বাংলায়
জালিয়ানওলাবাগ হত্যা-প্রতিবাদে
পূর্ণ হরতাল প্রতিপালনের তরে
গুরুদেব দেশবন্ধু আচার্য্য হইলা,
সুভাষ হইল হোতা—এই অপরাধে—
ছ'মাসের তরে দোঁহে গেল
কারাগারে—
গুরুসহ শিষ্য যেন যান তীর্থবাসে!
উনিশ শো বাইশের আগষ্ট মাসেতে
কারামুক্ত হ'য়ে দেখে—প্লাবনে মরিছে

(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নেতাজী-পঞ্জী

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর)

উত্তর বঙ্গের লোক ! তাহাদের তরে—
মাগিতে লাগিল ভিক্ষা দুয়ারে দুয়ারে !
বাঙলার কথা আর **ফরওয়ার্ড** নামে
যুগল পত্রিকা ভার করিলা গ্রহণ।
পর বর্ষে যুবাদলে একত্র করিয়া
"বঙ্গীয় তরুণ সংঘ" করিলা গঠন।
চব্বিশ অব্দেতে গুরু দেশবন্ধু তাঁরে
কর্পোরেশনে শ্রেষ্ঠ কর্ম্মকর্ত্তা পদে
নিয়োগ করিলা—যোগ্যপদে যোগ্যজন।
চব্বিশের অক্টোবর চব্বিশে তারিখে
বিনা বিচারেতে হ'ল কারাগারে নীত।
আলিপুর, বহরমপুর জেল ঘুরি
সত্যেন্দ্র মিত্রের সহ এক এরোপ্লেনে
মান্দালয় কারাগারে হইলা প্রেরিত।
এইবারই ব্রহ্মদেশ-কারাগারে থাকি
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার মেম্বর
নির্ব্বাচিত হ'ল—যথা রঙ্গমঞ্চ পরে
অভিনেতা অভিনিল নেপথ্যে রহিয়া।
ছাব্বিশাব্দে ইন্‌সিন্ জেলে হ'ল নীত।
সাতাশাব্দে মে মাসের ষোলই তারিখে
ভগ্নস্বাস্থ্য হেতু হ'ল কারামুক্তি তাঁর।
আটাশাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে
নির্ব্বাচিত হইলেন সম্পাদক পদে।
"সাইমন কমিশন" বর্জ্জনান্দোলনে
অগ্রপান্থরূপে যাত্রা করিলেন সুরু।
মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক রাষ্ট্র সম্মেলনে
সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন অবাধে।
কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনেতে
সভাপতি মতিলাল-অভ্যর্থনা তরে
সুভাষ জি ও সি পদ করিলা গ্রহণ—
নিয়তি তাঁহার যেন দিল পূর্ব্বাভাষ
—আজাদ হিন্দের ইনি সর্ব্বাধিনায়ক !
উনত্রিশ-অব্দে-বঙ্গে কংগ্রেসী মহলে
নরম পন্থীর কর্ত্তা সেনগুপ্ত সহ
সামঞ্জস্য রক্ষা করা হৈল অসম্ভব।
ত্রিশ-অব্দে আইনেরে অমান্য করিয়া
পুনঃ পুনঃ কারাগারে করিলা প্রবেশ।
সশ্রম দণ্ডেতে পুনঃ হইয়া দণ্ডিত
পুলিশের মারে হতচেতনা হইল।
জেলে থেকে নির্ব্বাচিত হইলা মেয়র।
একত্রিশের জানুয়ারী ছাব্বিশে তারিখে
বিরাট মিছিল পরিচালনার কালে
গ্রেপ্তার হয়ে কারাদণ্ড হৈল লাভ।
তেত্রিশাব্দে ভগ্নস্বাস্থ্যে মুক্তিলাভ করি,
ভিয়েনা করিলা যাত্রা স্বাস্থ্যলাভ তরে
গান্ধী আরউইন চুক্তি কৈলা প্রতিবাদ
ভি. জে. প্যাটেলের সহ একমত হ'য়ে।
করিলেন "ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগ্‌ল" রচনা,
ভারতে নিষিদ্ধ যাহা করিল ইংরাজ
ছত্রিশে ডি ভ্যালেরায় করিলা সাক্ষাত।
এপ্রিলে ভারতবর্ষে করি আগমন
পুনরায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলা।
আটত্রিশের জানুয়ারী আটই তারিখে
হরিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি পদে
নির্ব্বাচিত হইলেন অবহেলে তিনি।
ইউরোপ হইতে দেশে আসিয়া ফিরিয়া
আটত্রিশের জানুয়ারী চব্বিশে তারিখে

(চতুর্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

WANTED

Application are invited from the candidates for appointment a Head Clerk in the Office of the Commissioners of Jangipur Municipality from 1st April, 1979 with pay at the scale of Rs. 300-10-410-15-500/-with special pay of Rs. 10/- and other allowances as admissible for the post and time to time sanctioned by Government. Last date for filing applications is 15-2-79.

The application should contain the following information for consideration towards appointment after interview :—

Preference will be given to a candidate having previous experiences in office work as Head Clerk in Govt. Offices or in Local Body/Undertaking Offices. Higher education will also receive consideration.

1) Name
2) Father's name
3) Postal address
4) Age
5) Educational qualification
6) Experiences in offices, if any

Attested copies of certificates to justify educational qualification and office experiences should accompany the application.

Sd/- S. M. Biswas
Vice-Chairman,
Jangipur Municipality

২৬শে জানুয়ারী

তিনটি স্মৃতিপূত দিনের বার্ষিকীর স্মারক

এই দিনটিতে, ৪৯ বছর আগে, আমরা পূর্ণ স্বরাজ অর্জনের সংকল্প ঘোষণা করেছিলাম।

এই দিনটিতে, ১৯৫০ সালে, আমরা আমাদের প্রজাতন্ত্র রূপে ঘোষণা করেছিলাম এবং ন্যায়, স্বাধীনতা, সম-অধিকার ও সৌভ্রাত্রের আদর্শে মহান এক সংবিধান নিজেদের হাতে অর্পণ করেছিলাম।

দু' বছর আগে, প্রায় এই দিনটিতেই, আমরা সংবিধানে গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুত পথে প্রত্যাবর্তনের জন্য যাত্রা শুরু করেছিলাম।

আসুন এই বার্ষিকী অর্থবহ করে তুলতে—

আমাদের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই

মুক্তি ও সাম্যের জন্য যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের স্বপ্ন সফল করতে প্রয়াসী হই

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় যথাশীঘ্র সম্ভব বাস্তব করে তোলার জন্য নিজেদের আবার উৎসর্গ করি

davp

নেতাজী পঞ্জী

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

গঠিলেন "ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটি"
রাষ্ট্রপতি হিসাবেতে ক্ষমতার জোরে।
উনচল্লিশের উনত্রিশে জানুয়ারী
গান্ধীজীর মনোনীত সীতারামিয়ারে
পরাজয় করি হইলেন নির্ব্বাচিত
কংগ্রেসের সভাপতি। মহাত্মাজী নিজে
স্বীয় পরাজয় বলি' করেন স্বীকার।
মার্চ্চের দশম দিনে ত্রিপুরী কংগ্রেসে
আন্দোলনে পড়ে ডাক আপোষ
বিরোধী
জলপাইগুড়ি রাজনৈতিক সভায়।
উনত্রিশে এপ্রিল কলিকাতা ধামে
নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভায়
রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করেন সুভাষ
পদমর্য্যাদার লোভশূন্য মহাত্যাগী
'ফরওয়ার্ড ব্লক' এক করিয়া গঠন,
প্রকাশিলা 'ফরওয়ার্ড ব্লক' সাপ্তাহিক।
কংগ্রেসের নির্দ্দেশ অমান্য করিয়া
উদ্‌যাপিল **ব্রত-দিন** আপোষ
বিরোধী।
উদ্ধত দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসের দল
শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে সুভাষচন্দ্রেরে
শাস্তি দিল বর্ষত্রয় কাল বহিষ্কারে।
চল্লিশের বিশে মার্চ রামগড়ে গিয়া
কংগ্রেসের সমকক্ষ আপোষ বিরোধী
মহাসম্মেলন এক কৈলা অনুষ্ঠান।
'হলওয়েল' মনুমেন্ট সত্যাগ্রহ তরে
দিন স্থির করিলেন তেসরা জুলাই
পূর্ব্বদিনে গ্রেপ্তার হ'য়ে যান জেলে
অনশন করি জেলে কৈলা মুক্তিলাভ,
হইয়া নজরবন্দী রহিলা স্বগৃহে।
একচল্লিশ জানুয়ারী চৌদ্দই নিশীথে
চৌদিক পাহারা-দলে অঙ্গুষ্ঠ দেখায়ে
বাহিরিলা পেশোয়ারী মৌলবীর বেশে।
আঠারই চড়ে ট্রেনে গোমো ইষ্টিশনে।
উপজাতি এলাকার মধ্য দিয়া ক্লেশে
ভারত সীমান্ত ক্রমে করে অতিক্রম।
সুভাষের ভ্রাতুষ্পুত্র অরবিন্দ বসু
ছাব্বিশে তারিখ মনে করিল
আন্দাজ—
হ'য়েছে পগার পার কাকা এতদিনে—
ঘোষণা করিল—কাকা গৃহশূন্য করি
কিজানি কিরূপে তিনি কৈলা অন্তর্ধান।
নাগাদ আটাশে মার্চ্চ বার্লিন পৌছিলা
আপ্যায়িত কৈল তাঁরে স্বয়ং হিটলার :
মার্চ্চ মাসে মাঝামাঝি বার্লিন বেতারে
ভারতীয়দের ডেকে করিলা বক্তৃতা—
বৃটিশের সহ করি সংগ্রাম আহ্বান।
জার্ম্মানীর হস্তে যত ভারতীয় সেনা
বন্দী হ'য়ে ছিল সেথা, তাহাদের মনে
দেশপ্রেম জাগাইয়া নূতন উদ্যমে
রচিয়া আজাদহিন্দ ফৌজে দিল স্থান,
ড্রেসডেনে রণশিক্ষা শিবির হইল।
ইটালীতে অনুরূপ গঠিলেন ফৌজ।
তেতাল্লিশে আধাআধি দক্ষিণ পূরব
এশিয়ায় আগমন করিয়া গঠিল
অপূর্ব্ব সমরশক্তি বিপুলবাহিনী।
তের শত পঞ্চাশের মন্বন্তরে তিনি
বাঙলাকে চা'ল দিতে করিলা প্রস্তাব
প্রত্যাখান করে যাহা কুটিল ইংরাজ
আরাকান পাহাড়িয়া অঞ্চল হইতে
যাবতীয় ইংরাজেরে করে বিতাড়ন
জাপানাধিকৃত আন্দামান নিকোবর
আজাদহিন্দের করে করিল প্রদান
"শহীদ" "স্বরাজ" এই দুই নাম দিয়া
লইল শাসনভার আজাদ সরকার।
টিড্ডিম অঞ্চলে এরা কৈল অভিযান
কোহিমায় অতঃপর করি পদার্পণ
ইম্ফল ও ডিমাপুর অবরোধ করে।
জাপানীর ঔদাসীন্যে রসদ অভাবে,
তদুপরি ইংরাজের পদলেহী দল—
বিরুদ্ধতা হেতু নেতা পুনঃ অন্তর্দ্ধান
তবুও অনেকে বুঝিয়াছে হাড়ে হাড়ে
কত শক্তি কত বুদ্ধি ধরে যে সুভাষ।

জঙ্গিপুর সংবাদের ক্রোড়পত্র—
৪ঠা মাঘ, ১৩৭৩।

অপারেশন বর্গায় বর্গাদারদের রেকর্ডভুক্তির কাজে এগিয়ে আসুন

"গ্রামে গ্রামে অপারেশন বর্গার কাজ চলছে। এই কাজের মাধ্যমে শুধুমাত্র প্রকৃত বর্গাদারদেরই নাম রেকর্ডে আইনানুগ প্রশাসনিক পদ্ধতিতে নথিবদ্ধ করা হচ্ছে। প্রকৃত বর্গাদারদের নাম নথিবদ্ধ করা হলে চাষ ও চাষের জমি সংক্রান্ত বাৎসরিক পৌনঃপুনিক বহু জটিলতা থেকে কৃষক সমাজ রক্ষা পাবেন। প্রকৃত ভূমি সংস্কারের জন্য প্রাথমিক অথচ অতি জরুরী এই কাজ পশ্চিমবঙ্গে কৃষি ব্যবস্থাকে স্থায়ী অগ্রগতির পথে নিয়ে যাবে।

চাষের জমিতে বর্গাদার নিয়োগ জমির মালিকরাই করেন। অনেক সময় ইচ্ছামত তাঁরা অবৈধভাবে বর্গাদার উচ্ছেদও করেন। জমির মালিক কর্তৃক নিযুক্ত বর্গাদারদের নাম সেটেলমেণ্ট রেকর্ডে নথিবদ্ধ করা নতুন নয়, ১৯৫৫ সালে গত সেটেলমেণ্টের রেকর্ডের শুরু থেকে এবং তার আগে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের যুগ থেকে এই কাজ চলে আসছে। সেই আইনসঙ্গতঃ প্রথাগত পুরোনো কাজ যা আগে অত্যন্ত আংশিক ও অসম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছিল তারই যথার্থ রূপায়ণের প্রতি রাজ্য সরকার এবার সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রেকর্ডভুক্তিতে কৃষিসমাজের একটি মৌলিক শক্তি বর্গাদারদের চাষের নিরাপত্তা ও অধিকার বহুলাংশে সুনিশ্চিত হবে, জমির মালিকদের মালিকানা স্বত্ব কোনভাবেই ক্ষুণ্ণ হবে না, প্রকৃত অর্থে ছোট ও মাঝারি জমির মালিকদের উপকার হবে।

রেকর্ডভুক্ত বর্গাদারদের চাষের জন্য রাষ্ট্রিয় ও গ্রামীণ ব্যাংকগুলি ঋণ দিতে আরম্ভ করেছেন। প্রয়োজনমত এই ঋণ গ্রহণ এবং সময়মত পরিশোধ করবার মধ্য দিয়ে বর্গাদারগণ আর্থিক স্বাবলম্বন অর্জন করবেন। কৃষি ব্যবস্থার অন্যতম মূল স্তম্ভ বর্গাদারদের চাষের নিরাপত্তা এবং আর্থিক স্বাবলম্বন অবশ্যই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করবে এবং সমগ্র দেশ উপকৃত হবে, গ্রামের সামাজিক ও আর্থিক দুর্বল শ্রেণীর প্রতি ন্যায়বিচারের বহু ঘোষিত আদর্শ রক্ষা হবে।

এই কাজের সাফল্যের জন্য রাজ্য সরকার সকল শুভশক্তির সাহায্য এবং সহযোগিতা কামনা করেন।

প্রকৃত বর্গাদারদের নাম ব্যাপক হারে রেকর্ডভুক্তির কাজে আমাদের সরকারের এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগকে সফল করে তোলার জন্য গ্রামের সংশ্লিষ্ট সকলকে, বিশেষ করে বর্গাদারদের, সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসবার জন্য আমি আবেদন করি। আমি নিশ্চিত, সংশ্লিষ্ট সকলের প্রয়াসে এই উদ্যোগ সার্থক হবেই।"

কলিকাতা, ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৭৮।

স্বাঃ জ্যোতি বসু
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

[মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর হইতে প্রেরিত]

খেলার খবর

মির্জাপুর, ২৩ জানুয়ারী—শিবরাম-স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাব আয়োজিত নরেন্দ্রনারায়ণ স্মৃতি শীল্ড ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয় ২০ জানুয়ারী বিকেলে। সাগরদীঘি বিজয়-সরস্বতী ক্লাব ৩—২ গোলে সম্মতিনগর স্পোরটিং ক্লাবকে পরাজিত করে শীল্ড লাভ করে। শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের পুরস্কার লাভ করেন সাগরদীঘি দলের হরিহর মণ্ডল। রঘুনাথগঞ্জ যুবক সংঘ ক্লাবের সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে শ্রেষ্ঠ অধিনায়কের পুরস্কার দেওয়া হবে বলে জানানো হয়।

শীতকালীন খেলাধুলা : মহারাষ্ট্রের নাগপুরে অনুষ্ঠিত সারা ভারত শীতকালীন খেলাধুলায় মিরজাপুর নবভারত স্পোরটিং ক্লাবের ঝরনা দাস সটপাটে ২য় ও ডিসকাসে ৩য় স্থান অধিকার করে রূপো ও ব্রোঞ্জ জিতেছে। ১, ২ ও ৩ ফেব্রুয়ারী পশ্চিম দিনাজপুরের রায়গঞ্জে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামীণ খেলাধুলা অনুষ্ঠিত হবে ঝরনা ওই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবে বলে জানিয়েছে।

দৌড়ঝাঁপ প্রতিযোগিতা : বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ২২ জানুয়ারী মিরজাপুর ডি পি হাই স্কুল ও ২৩ জানুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক দৌড়ঝাঁপ প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়েছে।

শীতকালীন বর্ষায় রবিশস্যের ভালোমন্দ দুই-ই হবে

বিশেষ প্রতিনিধি, ২৪ জানুয়ারী—গত সপ্তাহের শীতকালীন বর্ষায় রবিশস্যের ভালোমন্দ দুই-ই হবে। উপকার হবে গম, যব, মসনে, তিল, খেসারী ও শীতকালীন শাক সবজির। ক্ষতি হবে মুসুর, আলু ও সরষের। আমের মুকুলের উপকার বা অপকার কিছুই হবে না। কারণ মুকুল এখনও বেরোয়নি। আজ এ খবর দিয়ে জঙ্গিপুর কৃষিকরণের জনৈক মুখপাত্র জানান, মহকুমায় গমের চাষ এবার কম হয়েছে—মাত্র ৩১,৩১২ একরে। ১১,৭০৫ একরে মসুরি, ৯,৮০০ একরে সরষে, ১৬,৯০০ একরে খেসারী, ১৯,৯২০ একরে আখ, ১,৬০০ একরে আলু, ১১০০ একরে তিসি, ১০২০ একরে অড়হড় ও ২১৫ একরে কলাই চাষ হয়েছে। ৭ হাজার একরে বোরো চাষের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয়েছে।

এ পক্ষের চাষবাস

১লা—১৫ই মাঘ

বোরো ধান ঃ

এ পক্ষের মধ্যে অধিকফলনশীল বোরো ধান রোয়ার কাজ শেষ করুন। ৩৫-৪০ দিন বয়সের চারার ৫-৬টি পাতা হ'লে রোয়ার উপযুক্ত হবে। রোয়ার আগে জমি তৈরীর সময় একরে ৮-১০ গাড়ী গোবর বা আবর্জনা সার ও মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রাথমিক সার দেবেন। মাটি পরীক্ষা না করিয়ে থাকলে স্বাভাবিক উর্বর জমিতে স্বল্পমেয়াদি জাতে একরে ১০ কেজি নাইট্রোজেন, ২০ কেজি ফস্ফেট ও ২০ কেজি পটাশ এবং মাঝারি মেয়াদি জাতে একরে ১২ কেজি নাইট্রোজেন, ১২ কেজি ফস্ফেট ও ১২ কেজি পটাশ দেবেন। চারা ২০ সে, মি × ১০ সে, মি দূরত্বে ৫ সে, মি গভীরে লাগাবেন। বাদামী শোষক পোকা উপদ্রুত এলাকায় ২০ সে, মি × ১৫ সে, মি দূরত্বে চারা লাগানো ভাল। রোয়ার সময় জমিতে ছিপছিপে জল রাখুন। তারপর প্রথম ১০ দিন ২ই সে, মি জল রেখে জলের পরিমাণ কমিয়ে ১ থেকে ২ সে, মি-র মধ্যে রাখুন।

গম ঃ

বেশী পাশকাঠি ছাড়ার সময় গমের জমিতে দ্বিতীয়বার সেচ দেবেন। ক্ষেতে ফ্যালাঘাস বা বুনোজই প্রভৃতি আগাছা দেখলে গোড়া সমেত তুলে পুড়িয়ে ফেলুন।

আলু ঃ

এ পক্ষেও একবার আলুর জমিতে ধসা রোগ প্রতিরোধের জন্য আগের পক্ষে জানানো যে কোন একটি ওষুধ ছিটান এবং কুটে রোগ এড়াতে প্রতি লিটার জলে ১ মি, লি হারে ডাইমেথয়েট (যেমন রোগর ৩০ ই, সি) বা মিথাইল ডিমেটন (যেমন মেটাসিস্টক্স ২৫ ই, সি) বা ½ মি, লি হারে ফস্ফামিডন (যেমন ডিমেক্রন ১০০) গুলে মাসের প্রথম দিকে আলুর পাতায় ও ডাঁটায় ভালভাবে ছিটিয়ে জাব পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করুন।

তিল ঃ

এ পক্ষে তিল বোনা শুরু করতে পারেন। বি-৬৭, বি ১৪ ও বি ৯ ভাল জাতের তিল। একরে ১০ কেজি নাইট্রোজেন, ১০ কেজি ফসফেট ও ১০ কেজি পটাশ দিয়ে জমি তৈরী করুন। সারিতে বীজ বুনলে বীজ লাগবে একরে ২-২½ কেজি এবং ছিটিয়ে বুনলে বীজ লাগবে ২½-৩ কেজি।

শাক-সবজী ঃ

এ সময় থেকে কাটোয়া ডাঁটা, ঢ্যাঁড়শ, কুমড়া, ঝিঙে, শশা, করলা, ফুটি ইত্যাদি গ্রীষ্মকালীন শাক সবজীর বীজ লাগাতে পারেন। কুমড়া, শশা ইত্যাদির জন্য জমি তৈরীর সময় সার দেবেন একরে ১২ কেজি নাইট্রোজেন, ১২ কেজি ফস্ফেট ও ১২ কেজি পটাশ। ঢ্যাঁড়শের জন্য সার লাগবে একরে ২০ কেজি নাইট্রোজেন, ২০ কেজি ফস্ফেট ও ২০ কেজি পটাশ।

ভারত-জার্মান
সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প
১২ বি, রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭১

মিরজাপুরে যুবশিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা: মুর্শিদাবাদ নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে ১৭ জানুয়ারী থেকে ২১ জানুয়ারী পর্যন্ত মিরজাপুর দ্বিজপদ উচ্চ বিদ্যালয়ে পাঁচ-দিনব্যাপী মহিলাদের জন্য জেলা যুব শিবির (আবাসিক) উদ্‌যাপিত হয় সাফল্যের সঙ্গে। ৩৯ জন শিক্ষিতা মহিলা কেন্দ্রের সদস্যভুক্ত হন। গ্রামীণ খেলাধুলা, শারীর শিক্ষা, ব্রতচারী নৃত্য ও সমাজ শিক্ষায় বয়স্কাদের শিক্ষিত করে তোলা এই শিবিরের উদ্দেশ্য। মেয়েদের স্বনির্ভর করে তোলার জন্য সেলাই ও উল বোনার কাজ এবং বিনা পারিশ্রমিকে কোচিং-এর ব্যবস্থা করা হয়। আলোচনাচক্র, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রভৃতির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশ ঘটানো হয়। মুর্শিদাবাদের যুব সংযোজক অমরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস জানান, কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য এই ধরনের শিবির জেলায় এই প্রথম।

কুখ্যাত ডাকাত গ্রেপ্তার

রঘুনাথগঞ্জ, ২২ জানুয়ারী—রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ গতকাল লুটবাগানে হানা দিয়ে তার কাটার যন্ত্রপাতি সমেত কুখ্যাত ডাকাত সেটু সেখকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ সূত্রে বলা হয়েছে, একাধিক ডাকাতি, ছিনতাই, মারামারি ও কাঁকুড়িয়ার বন্দুক অপহরণের অভিযোগে বহুদিন থেকে তাকে খোঁজা হ'চ্ছিল।

দলীয় সংঘর্ষ

রঘুনাথগঞ্জ, ১৯ জানুয়ারী—জাগালদারি নিয়ে এক সংঘর্ষের ফলে গতকাল আর এস পি দলের সমর্থকদের তীরের ঘায়ে দুজন সি পি এম সমর্থক জখম হয় বলে প্রকাশ। ৬ জন আর এস পি সমর্থককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশের খবর।

বিজ্ঞপ্তি

মির্জাপুর মহিলা সমিতি ও শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাব ও স্থানীয় তথ্য ও সাংস্কৃতিক বিভাগের যৌথ উদ্যোগে এই বৎসর ১-২-৭৯ হইতে ৩-২-৭৯ পর্যন্ত সূচীশিল্প সরকারী পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ক পোষ্টার, বন্যা সংক্রান্ত আলোকচিত্র ও ডাক টিকিট প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছে। সূচীশিল্প ডাক টিকিট প্রদর্শনীতে যে কেহ অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

—সম্পাদিকা
মির্জাপুর মহিলা সমিতি

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু

ফরাক্কা ব্যারেজ, ২২ জানুয়ারী—জাতীয় সড়কের বেনিয়াগ্রামের কাছে একটি যাত্রীবাহী বাস চাপা পড়ে আবদুল নামে এক ব্যক্তি মারা গিয়েছেন। তিনি ওই বাস থেকে নেমে তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হতে গিয়ে চাপা পড়েন বলে প্রকাশ।

শ্রীগুরু হোমিও হল
ডাঃ ডি, এন, চ্যাটার্জ্জী, ডি, এম, এস
দরবেশপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ
মুর্শিদাবাদ
সর্বপ্রকার হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক ঔষধ বিক্রয় হয় এবং যে কোন ব্যাধিগ্রস্ত (Acute or Chronic) রোগীর চিকিৎসা হয়

ঊষা হার্ডওয়ার ষ্টোর
স্থান পরিবর্ত্তন : রেডক্রশের পাশে
বাবুলবোনা রোড, বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ
হলার, যাঁতা, ঘানি, মেশিনারী দ্রব্য বিক্রেতা।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
নেশার বাস সারভিস
(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

মিত্র বস্ত্রালয়
রঘুনাথগঞ্জ, দরবেশপাড়া
(মুর্শিদাবাদ)
ধুতি, শাড়ি, শার্টিং, কোটিং রেডিমেড ও শীতবস্ত্র সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর
(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা (মুর্শিদাবাদ)
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

সেচকর অনাদায়ে নারাজ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বক্তব্য, সেচকর কমিয়ে বিঘাপ্রতি ১০০ টাকা করা হোক, নইলে তাঁদের পক্ষে পাম্প চালানো সম্ভব নয়। সুবিধামত খাজনা পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এখন চাষীদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে, সুদের হার দিন দিন বাড়ানো হচ্ছে—এ অবস্থা দীর্ঘকাল চলতে পারে না। এই অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের জন্য এলাকার চাষীরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

রেলে রিজারভেশন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সময় আবার কোন ধরা হয় না। অথচ সশরীরে হাজির হয়ে সামান্য কিছু 'বাড়তি টাকা' দিলে নাকি রিজারভেশন কোটা পাওয়া যায়। সম্প্রতি একজন সাংবাদিকের এই রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, ১৮ জানুয়ারী ৩৪৮ ডাউন নিউ জলপাইগুড়ি প্যাসেঞ্জার ট্রেনে একটি আসন সংরক্ষণ করার জন্য ষ্টেশনে গেলে একজন বুকিং ক্লারক তাঁর কাছে তিন টাকা অতিরিক্ত চান। সাংবাদিক 'ঘুষ' দিতে অস্বীকার করে ঘটনাটি থানায় জানান। পরে তাঁকে 'ন্যায্য-মূল্যে' রিজারভেশন দেওয়া হয়। তাঁর ধারণা যাত্রীসাধারণ সংঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদ করলে ষ্টেশনকে দুর্নীতিমুক্ত করা সম্ভব হবে। পূর্ব রেলের হাওড়া বিভাগেরও এই ষ্টেশনের ওপর নজর রাখা উচিত।

গ্রামসেবক গ্রেপ্তার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

২১ জুলাই (জরুরী অবস্থার সময়) এই হাসপাতালের একজন ওষুধ পাচারকারী ২৬৯০টি ওরিস্থল ও ২০০০টি এ্যানট্রোভায়োফরম ট্যাবলেট-সমেত জনৈক সাংবাদিকের হাতে ধরা পড়ে। সেদিন ওই সাংবাদিক পুলিশের সাহায্য চেয়ে জঙ্গিপুরের তৎকালীন এস ডি পি ও (বর্তমানে হুগলীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার) রাজেন্দ্রপ্রসাদ সিংকে টেলিফোনে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু এস ডি পি ও তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সেন্সারের কাঁচিতে প্রত্যাখ্যানের সেই সংবাদ সেদিন কাটা পড়েছিল। সরকারী ওষুধ প্রচারকারীকে গ্রেপ্তারের ব্যাপারে পুলিশ তখন থেকেই নিষ্ক্রিয় থাকায় এক শ্রেণীর সমাজবিরোধী বুক ফুলিয়ে প্রকাশ্যে ওষুধ পাচারের কারবারে লিপ্ত হয়। হাসপাতালের ওষুধ বাইরে পাচার করা হয় অথচ দুঃস্থ রোগীরা হাসপাতালে এসে ওষুধ পান না।

নেতাজী জয়ন্তী

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৩ জানুয়ারী—দেশের বিভিন্ন জায়গার সঙ্গে জঙ্গিপুর মহকুমার ফরাক্কা, ধুলিয়ান, অরঙ্গাবাদ, রঘুনাথগঞ্জ, জঙ্গিপুর, মিরজাপুর ও সাগরদীঘির সর্বত্র যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে আজ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ৮৩তম জন্ম জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়েছে।

কেরোসিনের আকাল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

থেকে মুক্ত করা সম্ভব হয়নি রাজ্য সরকারের অনীহার ফলে। বহরমপুরে ব্যক্তিগত মালিকানায় টি কে ডি অনুমোদন করেছিলেন কংগ্রেস সরকার বিগত জরুরী অবস্থার সময়। সেই থেকে জঙ্গিপুর মহকুমায় কেরোসিন সরবরাহ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করছেন এই সংস্থা। এখন জনস্বার্থবিরোধী এই প্রথা বাতিলে বামফ্রন্ট সরকারের কোন অসুবিধা হওয়া উচিত নয় বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা। তা না হলে চোরাবাজার থেকে চড়া দরে কেরোসিন কেনার সমস্যা মোকাবিলা করা যাবে না।

পাট্টা : তদন্ত দাবি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দেওয়া হয়েছে, তার খবর অধিকাংশ পাট্টার হকদারের জানা নাই। কাগজে-কলমে পাট্টা দেওয়া হয়েছে সরকারী নথীপত্রে উল্লিখিত এ রকম কয়েকজন ভূমিহীনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেছে, এ ব্যাপারে তাঁরা কিছুই জানেন না। কে বা কারা তাঁদের পাট্টাগুলি গ্রহণ করেছেন এবং বকলমে জমির উপস্বত্ব ভোগ করছেন, তাও তাঁদের অজানা। তাঁরা চান, এর তদন্ত হোক। বিশ্বস্ত সূত্রের খবরে প্রকাশ, রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের ১৭টি পাট্টা বাতিল হতে পারে।

বিপ্লবী যুব সংস্থা কমিটি

সেখ বদরোদ্দজাকে সভাপতি ও সহিম সেখকে সম্পাদক করে রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়ায় বিপ্লবী যুব সংস্থার এগার সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। —প্রাপ্ত

ছাত্র ভর্তির সমস্যা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ওই সব শ্রেণীতে ৩৫ জনের জায়গায় ৬৫ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে ক্লাস চলছে। সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন শ্রেণী পুনর্বিন্যাস সেজন্য চাই বিলডিং, চাই আরো শিক্ষক। স্কুলের ছাত্রসংখ্যা বর্তমান ১০১০, শিক্ষক মাত্র ২৬ জন। আরো ১১ জন শিক্ষক নিয়োগের জন্য দু'বছর থেকে স্কুল কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করছেন, কিন্তু কোন ফল পাচ্ছেন না। এদিকে ভর্তি সমস্যা প্রকট হওয়ায় স্কুলের কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটছে। যাঁরা এতদিন তাঁদের ছেলেমেয়েদের দেশের বাড়ীতে রেখে লেখাপড়া শেখাতেন, সেই সমস্ত কর্মচারীরা এবার চাইছেন এই স্কুলে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করতে। ফলে সমস্যা আরো তীব্রতর হয়েছে। এখনও যাদের ভর্তি করা সম্ভব হয়নি, তাদের পড়াশোনা বন্ধ আছে—অভিভাবকরা সমস্যায় পড়েছেন তাদের নিয়ে। জানা গেছে, স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাত্র ভর্তি সমস্যা নিয়ে বাঁধ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলছেন। সকলে চাইছেন ইংরেজী, হিন্দী অথবা যে কোন মিডিয়ামেই হোক ফরাক্কা বাঁধ উপনগরীতে আর একটি স্কুল খোলা হোক। তবেই সমস্যার সমাধান হবে।

জঙ্গিপুর কলেজে : জঙ্গিপুর কলেজেও একাদশ শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তির সমস্যা দেখা দিয়েছে। এখানে সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন প্রাতঃ বিভাগে ক্লাস চালু করা। ছাত্রের অভাবে বিভাগটি বন্ধ হয়ে রয়েছে। ছাত্র ভর্তি সমস্যা সমাধান করে এখন বিভাগটি চালু করা যায়। সবাই চাইছেও তাই। (অবিলম্বে ছাত্র ভর্তি সমস্যার সমাধান না হলে ছাত্ররা আন্দোলনে নামতে পারেন বলে শোনা যাচ্ছে।)

রাস্তার ইট বাড়ীতে

বিগত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সাগরদীঘি ব্লকের মনিগ্রাম—বালিয়া সড়কের প্রচুর ইট (বিড়িও এম মার্কা) কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তির সহায়তায় জনৈক গোয়ালার বাড়ী নিয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। —প্রাপ্ত

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।